দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... AUG 1 4 1999 ...
পৃঃ ১৭ .. কলাম ... ৫ ......

30

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পদস্থ শিক্ষক-কর্মকর্তারা চাকুরী প্রার্থীদের তদ্বির যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ গত ৩/৪ মাস যাবৎ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে দায়িত্বরত সিনিয়র শিক্ষক এবং উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা এক শ্রেণীর চাকুরী প্রার্থীদের অব্যাহত অবৈধ তদ্বির যন্ত্রণা এবং উৎপাতে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছেন। ভাইস-চ্যান্সেলর এবং ট্রেজারারও এই অসহনীয় বিড়ম্বনা হইতে রেহাই পাইতেছেন না। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়াছে, উক্ত চাকুরী প্রার্থীরা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, সন্ত্রাসী ক্যাডার ইত্যাদি মাধ্যম ব্যবহার করিয়া অহরহ তদ্বির নিয়া অফিস এবং বাসা-বাড়িতে হাজির হইতেছে। এমনকি সরাসরি মোটা অংকের অর্থের প্রলোভনও দেখানো হইতেছে। কেহ কেহ প্রলোভনে সাড়াও দিতেছেন। আবার যাহারা তদ্বির-সুপারিশে কর্ণপাত করিতেছেন না তাহাদেরকে সময়ে-অসময়ে টেলিফোনে উৎপাত করা হইতেছে। অনেকে নিরুপায় হইয়া রাতে টেলিফোনের 'রিসিভার' তুলিয়া রাখিতেছেন। কেহ তদ্বির সরাসরি ফিরাইয়া দিলে হুমকি-ধুমকি দিয়া আতংক সৃষ্টি করা হইতেছে। সূত্র জানায়, সম্প্রতি একটি নিয়োগ বোর্ডে জনৈক প্রার্থী নিজেকে একটি ছাত্র সংগঠনের সাবেক আর্মস ক্যাডার পরিচয় দিয়া তাহাকে নিয়োগ দিলে প্রতিপক্ষকে 'জব্দ' করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। তাহার এহেন আচরণ দেখিয়া বোর্ডের সদস্যরা ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে বাহির করিয়া দেন।

উদ্ভূত সমস্যার ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সিনিয়র শিক্ষক জানান, চাকুরীতে নিয়োগের জন্য অর্থের লোভ দেখানো- একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের নিকট ইহার চাইতে অপমানের আর কি হইতে পারে। তিনি সমস্যার মূল্যোৎপাটন করিতে এসকল ঘটনার প্রশয়দানকারী চিহ্নিতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করেন। অপর একজন কর্মকর্তা জানান, শুধু অফিস কিংবা বাসাই নহে রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার কোথাও চাকুরী প্রার্থীদের উৎপাত হইতে রেহাই নাই।